ডেইলি
দেশের কথা

ইন্টারনেট সংস্করণ : www.dailydesherkatha.net

Daily Desher Katha • 42nd year • Issue : 183 • Friday • 19th February 2021 • Price : Rs. 5.00

DAILY DESHER KATHA ❑ বর্ষ ৪২ ❑ সংখ্যা ১৮৩ ❑ আগরতলা ১৯শে ফেব্রুয়ারি, ২০২১ ❑ ৬ই ফাল্গুন, ১৪২৭ ❑ শুক্রবার ❑ REGD NO. RN 34238/1979 Postal Regn. No. AGT / NE-983 / 2015-17 মূল্য : ৫ টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা -৮

রেল রোকো-তে বিপুল সাড়া

❑ পুলিশের জুলুম, গ্রেপ্তারি সত্ত্বেও মনসা স্টেশনে বিপুল জনজমায়েত। স্তব্ধ ট্রেনের চাকা।

লড়াই চলবে, বার্তা কৃষকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। নয়াদিল্লি, ১৮ফেব্রুয়ারি : কৃষকদের 'রেল রোকো' আন্দোলনে বিপুল সাড়া মিললো দেশের নানা প্রান্তে। দিল্লি সীমানায় কৃষকদের লাগাতার লড়াই আরও জোরালো করতে বৃহস্পতিবার দেশজুড়ে চার ঘন্টা রেল অবরোধের ডাক দিয়েছিলো সংযুক্ত কিষান মোর্চা। দুপুর বারোটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত এই আন্দোলন মোটের উপর শান্তিপূর্ণ থাকলেও, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানার মতো রাজ্যগুলিতে কৃষকদের বেপরোয়া ধরপাকড় করেছে রেলপুলিশ। সারা দেশে রেললাইনের উপর এদিন শুধু কৃষকরাই ছিলেন না, ছিলেন তাদের পরিবারের সদস্যরাও। শ্রমিক-সহ সমাজের নানা অংশের মানুষকে এদিনও কৃষক আন্দোলনের পাশে দাঁড়াতে দেখা গিয়েছে।

তিন কৃষি আইন ও বিদ্যুৎ বিল বাতিল এবং ফসলের এম এস পি'র আইনি স্বীকৃতির দাবিতে সফল 'রেল রোকো' কর্মসূচির পরে আন্দোলনকারীদের ধন্যবাদ জানিয়েছে সংযুক্ত কিষান মোর্চা। এক বিবৃতিতে মোর্চা বলেছে, "মোদি সরকারের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে কৃষকরাই জয়যুক্ত হবেন।" সারা ভারত কৃষকসভা বলেছে, "কৃষকদের রেল রোকো আন্দোলনের এই সাফল্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের প্রতি স্পষ্ট হুঁশিয়ারি।" অবিলম্বে কৃষকদের দাবি মেনে নেওয়ার জন্য কেন্দ্রের কাছে ফের দাবি জানিয়েছে কৃষকসভা। আন্দোলনকারী কৃষকরা অনেকেই এদিন বলেন, "কৃষি আইন বাতিলের লড়াই মাত্র দু'টি রাজ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে বলে মোদি সরকার বারবার প্রচার চালাচ্ছে। কিন্তু ওদের কথা যে একদম ভুল, তা এদিনের রেল রোকো'তেও স্পষ্ট হয়ে গেলো।"

রেল দপ্তর সরকারিভাবে আন্দোলনের ব্যাপকতা কবুল করতে না চাইলেও জানা গিয়েছে, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং রাজস্থানের মতো রাজ্যগুলিতে রেল রোকো আন্দোলন সর্বাত্মক হয়েছে। এই রাজ্যগুলিতে বিভিন্ন ছোট-বড় স্টেশনের রেল লাইনে দুপুর বারোটার মধ্যেই জড়ো হয়ে যান হাজার হাজার কৃষক। পরিবারের মহিলা-শিশু-বৃদ্ধদের নিয়েই তারা আন্দোলনে যোগ দেন। আন্দোলনের ব্যাপকতা আগাম আঁচ করেই এদিন স্টেশনগুলিতে অতিরিক্ত সংখ্যায় কেন্দ্রীয় রেলপুলিশ বাহিনী মোতায়েন রাখা হয়। এদিন রেলের উত্তর জোনের এক বিবৃতিতে কেবল জানানো হয়েছে, "কৃষক আন্দোলনের কারণে এদিন ২৫টি ট্রেনের সূচি নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। কিছু ট্রেন দেরিতে চলেছে।"

তবে আম্বালা, জিন্দ, যমুনানগর, সিরসার মতো কয়েকটি স্টেশনের লাইনে কার্যত জনস্রোতের মতো আন্দোলনকারীরা আছড়ে পড়ায় রেলের বাড়তি বাহিনীও যে খড়কুটোর মতো উবে গিয়েছিলো, তা একান্তে কবুল করেছে রেলের একটি সূত্র। দিল্লির গাজিপুর সীমান্তের কাছে মোদিনগর রেলস্টেশনও অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলো আন্দোলনের জেরে। হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে গীতা জয়ন্তী এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিনের মাথায় চড়ে বসেছিলেন

• দ্বিতীয় পাতায় দেখুন

রাজ্যের পাঁচ রেল স্টেশনে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : কৃষক ও জনস্বার্থ বিরোধী নয়া তিন কৃষি আইন বাতিল করো। কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে বৃহস্পতিবার দেশব্যাপী বিক্ষোভে এ আওয়াজ ছিল রাজ্যেও। সারা ভারত সংযুক্ত কিষান মোর্চার ডাকে এদিন দেশজুড়ে হয় রেল রোকো। রাজ্যের পাঁচটি স্টেশনে বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত হয়।

তেলিয়ামুড়া, সাব্রুম, পানিসাগর, কুমারঘাট ও লংতরাইভ্যালিতে শত শত মানুষ শামিল হন মোদি সরকারের কর্পোরেটমুখী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হতে। বিক্ষোভ চলাকালীন স্টেশন দিয়ে যে ট্রেনগুলি গেছে যাত্রীরা অনেকেই স্টেশনে নেমে অথবা ট্রেন চলা অবস্থায় হাত নেড়ে সংহতি জানান। কেউ কেউ মোবাইলের ক্যামেরায় বন্দি করছিলেন বিক্ষোভের দৃশ্য।

তেলিয়ামুড়ার খবর : তেলিয়ামুড়ার বিক্ষোভ কর্মসূচি হয় ত্রিশাবাড়িস্থিত রেল স্টেশনের কাছে লেভেল ক্রসিংয়ের পাশে। তেলিয়ামুড়া ও খোয়াই মহকুমার প্রতিবাদী মানুষ অংশ নেন। প্রখর রোদ মাথায় নিয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তারা। সভায় বক্তব্য রাখেন সারা ভারত কৃষকসভার রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর, জেলা সম্পাদক সুভাষ নাথ, খোয়াই মহকুমা সম্পাদক মনোজ দাস, জি এম পি নেতা হেমন্ত জমাতিয়া, ক্ষেতমজুর নেতা অজয় ঘোষ এবং নারী নেত্রী গায়েত্রী দত্ত। সভপতিত্ব করেন মণীন্দ্র দাস।

পবিত্র কর বলেন, নয়া তিন কৃষি আইন বাতিলের দাবি মানলেই কৃষকদের আন্দোলন থামবে। এছাড়া

• দ্বিতীয় পাতায় দেখুন

পেট্রোপণ্যে শুল্ক প্রত্যাহার দাবিতে দেশজুড়ে বিক্ষোভ সংগঠিত করুন

আহ্বান জানালো পলিট ব্যুরো

নয়াদিল্লি।। ১৮ ফেব্রুয়ারি: পেট্রোপণ্যের উপর থেকে আবগারী শুল্ক প্রত্যাহারের দাবি করেছে সি পি আই (এম)। পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির কড়া নিন্দা জানিয়েছে পার্টি। বৃহস্পতিবার পলিট ব্যুরোর এক বিবৃতিতে এ খবর জানানো হয়েছে। পেট্রোপণ্যের উপর থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের আবগারী শুল্ক প্রত্যাহারের দাবিতে দেশজুড়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শনের ডাক দিয়েছে সি পি আই (এম)।

দেশে যখন পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ছে তখন আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমেছে। ২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ছিল ৪৭ দশমিক ১২ ডলার প্রতি ব্যারেল। এখন সেটা কমে দাঁড়িয়েছে ২৯ দশমিক ৩৪ ডলার প্রতি ব্যারেল। অর্থাৎ ২০১৪ সালের তুলনায় এখন আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম প্রায় ৫০ শতাংশ কমেছে। এই তথ্য তুলে ধরে সি পি আই (এম) পলিট ব্যুরো বলেছে, পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের আবগারী শুল্কের লাগামহীন বৃদ্ধি। আজকের দিনে পেট্রোলের দামের প্রায় ৩৮ শতাংশই কেন্দ্রের আবগারী শুল্ক। ২০১৪ সালে মোদি সরকার আসার পর থেকে কেন্দ্রীয় কর শুল্কের মাত্রা ২১৭ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে।

পলিট ব্যুরো বলেছে, এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কর্পোরেটদের এবং আয়কর দাতাদের বিভিন্ন কর ছাড় দিতে গিয়ে যে রাজস্ব ঘাটতি হয়েছে সেটাই পেট্রোপণ্যের উপর শুল্ক চাপিয়ে পুষিয়ে নিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। গত অর্থবছরে কর্পোরেট কর এবং আয়কর রাজস্ব সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে। গতবছর কর্পোরেট করে ৬.৮১ লক্ষ কোটি টাকা এবং আয়করে ৬.৩৮ লক্ষ কোটি টাকা রাজস্ব কমেছে। চলতি বছরের বাজেটেও দেখা যাচ্ছে কর্পোরেট কর এবং আয় করের সংগ্রহ যথাক্রমে

• দ্বিতীয় পাতায় দেখুন

এ ডি সি এলাকায় জমি সার্ভের কাজ তুলে দেওয়া হল বেসরকারি হাতে : উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : এডিসি এলাকায় জমির মতো স্পর্শকাতর বিষয়েও সার্ভে করার দায়িত্ব বেসরকারি হাতে তুলে দিয়েছে সরকার। এডিসি এলাকায় বনাধিকার আইনে পাট্টা প্রাপকদের জমির সার্ভে এবং মানচিত্র আপডেটিং করার দায়িত্বও দেওয়া হচ্ছে বেসরকারি হাতে। এজন্য ১৪৫ জন বেকার যুবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে বলেও জানালেন রাজস্ব দপ্তরের সচিব তনুশ্রী দেববর্মা।

রাজস্ব দপ্তরের এই সিদ্ধান্তে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এডিসির প্রাক্তন মুখ্য কার্যনির্বাহি সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা। কোনভাবেই জমির মতো স্পর্শকাতর বিষয় বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া ঠিক হবে না। সরকারের দায়িত্ব নেওয়া উচিত। বেসরকারি হাতে দিলে কিংবা স্বেচ্ছাসেবক দিয়ে জমি চিহ্নিত করা হলে সরকার যে ভুলের দায় নেবে না সেই আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন তিনি।

বুধবারই রাজস্ব দপ্তরের পর্যালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। বনাধিকার আইনে জমির পাট্টা প্রাপকদের জমির কাজ দ্রুত শেষ করবে রাজস্ব দপ্তর। বামফ্রন্ট সরকারের সময় বনাধিকার আইনে জমির পাট্টা দেওয়া হয়েছিল প্রায় এক লক্ষ ৩১ হাজার পরিবারকে। অধিকাংশ জমিও সরকারিভাবেই চিহ্নিত করা হয়েছে। বিজেপি আই পি এফ টি জোট সরকার নতুন করে সার্ভে করার উদ্যোগ নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবও বনাধিকার আইনে পাট্টা প্রাপকদের জমির অফিসিয়াল ডাটা আপলোড করার উপর জোর দিয়েছেন।

• দ্বিতীয় পাতায় দেখুন

❑ কলাছড়া রেল স্টেশনে বিক্ষোভরত জনগণ। ছবি ঃ বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী

বিজেপি শূন্য মোহালিতে

চণ্ডীগড়।। ১৮ ফেব্রুয়ারি : গণনার দ্বিতীয় দিনেও বি জে পি-আকালি দলের বিপর্যয় অব্যাহত। বৃহস্পতিবার গোনা হয়েছে মোহালি কর্পোরেশনের ভোট। ৫০টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৩৭টি পেয়েছে কংগ্রেস। বাকি ১৩টি ওয়ার্ডেও বিজেপি, আকালি দল বা 'আপ' কোনও আসন পায়নি। সেগুলিতে জয়ী হয়েছেন নির্দল প্রার্থীরা। মোহালিতে আকালি দল ৪৩ এবং বিজেপি ৪৬ আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। জনতার রায়ে স্পষ্ট ধরা পড়েছে কৃষি আইনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ। আন্দোলনরত কৃষক এবং সংহতি জানিয়ে এগিয়ে আসা বিভিন্ন অংশের উপর দমনে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের ভূমিকা মেনে নেননি বিপুল অংশ।

শহরাঞ্চলে, বিশেষত কর্পোরেশন এলাকাই বিজেপি'র জনসমর্থনের ভিত্তি। বুধবার যে ৭ কর্পোরেশনের ফল ঘোষণা হয়েছে তার ৬টিতে স্পষ্ট গরিষ্ঠতা পেয়েছে কংগ্রেস। প্রায় উড়ে গিয়েছে বিজেপি। পাঠানকোট, হোসিয়ারপুর ও ভাতিণ্ডা কর্পোরেশনে গতবার জিতেছিল বিজেপি-আকালি দল। কৃষি আইনে প্রতিবাদ জানিয়ে এবার আকালি দল বিজেপি'র সঙ্গ ছেড়ে লড়াই করেছে। তবে তাতেও মানুষের ভরসা ফিরে পায়নি। একমাত্র মোগা কর্পোরেশনে কংগ্রেস সবচেয়ে বেশি আসন পেলেও স্পষ্ট গরিষ্ঠতার অঙ্কে পৌঁছায়নি। তিন আইন বাতিলের দাবিতে কৃষকদের প্রতিবাদে শহরবাসীর হাত খোলা সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ বলেই মত পর্যবেক্ষকদের।

১৪ ফেব্রুয়ারি পাঞ্জাবে ৮ কর্পোরেশনের সঙ্গে ভোট হয় ১০৯টি পৌরসভা এবং নগর পঞ্চায়েতে। মোহালিতে একই দিনে ভোট হলেও দু'টি ওয়ার্ডে পুনর্নির্বাচন হয়। এদিন ফল ঘোষণা হয়। এই কর্পোরেশনেও দাপট বজায় রেখেছে কংগ্রেস। পৌরসভা এবং নগর পঞ্চায়েতেও বিজেপি প্রায় কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দিতে পারেনি।

• দ্বিতীয় পাতায় দেখুন

রাজ্যে আবার বাড়ছে করোনার দাপট

নিজস্ব প্রতিনিধি। আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : শীতের দাপট কমলেই নতুন করে সামনে আসতে পারে করোনা সংক্রমণ। চিকিৎসকদের এই ধারণা কি সত্যি হতে চলছে? কিছু দিন বন্ধ থাকার পর ৩ দিনে ৪ জনের পজিটিভ রিপোর্ট আসার পর এই দুশ্চিন্তা নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে। মঙ্গলবারের পর বৃহস্পতিবারও নতুন করে ২ জনের করোনা পজিটিভ মিলেছে আই জি এম হাসপাতালে। এখানেই চলতি সপ্তাহে ৪ জনের পজিটিভ পাওয়া গেছে। এর সঙ্গে সক্রিয় করোনা রোগী বেড়ে হয়ে গেছে ৫ জন।

রাজ্যে মোট পজিটিভ রোগী ৩৩৩৫৭ জন হয়ে গেছে। যদিও জানুয়ারি মাসের শেষ সময় থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দুই সপ্তাহে সংক্রমণ তেমন ঘটেনি। এই সময়ে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন শীতের দাপট কমলেই নতুনভাবে সামনে আসতে পারে সংক্রমণ। যদিও টেস্ট কমিয়ে দিয়েছে রাজ্য সরকার। হাতেগোনা কয়েকটি হাসপাতাল বাদে সর্বত্র টেস্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নেই টেস্ট এর কিটও। শুধু মাত্র ভর্তি হওয়া রোগী বাদে উপসর্গ থাকা রোগীদেরও টেস্ট করার পরামর্শ দিচ্ছেন না চিকিৎসারা। জানা গেছে উপর কর্তাদের নির্দেশ মেনেই এই সিদ্ধান্ত।

এদিকে কাগজে কলমে নিয়মবিধি থাকলেও সবই উধাও রাজ্যে। ১০ বছরের কম বয়সি পড়ুয়াদেরও স্কুলে আনতে শুরু করেছে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার থেকে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির ক্লাস শুরু হয়েছে। ফেব্রুয়ারির ২২ তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণির ক্লাসও। ডিসেম্বর মাস থেকে কলেজসহ নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস শুরু হয়েছিল। জানুয়ারি মাসে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদেরও স্কুলে আনা হয়। কিন্তু

• দ্বিতীয় পাতায় দেখুন

উন্নাও-এ দুই নাবালিকাকে ধর্ষণের পর খুনের অভিযোগ, তৃতীয় বালিকা হাসপাতালে

উন্নাও।। ১৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : শিরোনামে ফের উন্নাও। তিন দলিত নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয় হাত পা বাঁধা অবস্থায়। হাসপাতালে নেয়ার আগেই মারা যায় দু'জন। তৃতীয় কিশোরী মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে হাসপাতালে। তাদের পরিবারের লোকজনদের অভিযোগ, ধর্ষণ করার পর তাদের মুখে বিষ ঢেলে দেয়া হয়। তদন্তে নেমে দিশাহারা যোগী আদিত্যনাথের পুলিশ।

উন্নাও এর বাবুরাহা গ্রামের তিন কিশোরী তুতো বোন। বুধবার বিকেলে তারা একসাথে ঘাস কাটতে গিয়েছিল বাড়ির পাশের জঙ্গলে। এরপর থেকেই আর তাদের খোঁজ নেই। গ্রামবাসীরা বুধবার মাঝরাতে তাদের দেখতে পান সবার হাত পা ছিল বাঁধা। মুখে ওড়নার কাপড় গুঁজে দেয়া। দ্রুত তাদের হাসপাতালে নিয়ে গেলেও দুজনকে বাঁচানো যায় নি। তৃতীয়জনকে কানপুরের হাসপাতালে পাঠানো হয়।

পুলিশ জানিয়েছে তিনজনের বয়স ১৩, ১৬ ও ১৭ বছর। পুলিশ সুপার আনন্দ কুলকার্নি বলেছেন, সব দিক থেকেই তদন্ত চালানো হচ্ছে। তাদের মৃত্যুর কারণ এবং ধর্ষণের শিকার হয়েছে কিনা তা জানা যাবে ময়না তদন্তের রিপোর্ট মেলার পর। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে তাদের উপর বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। সবার মুখ দিয়েই সাদা ফেনা বের হচ্ছিল। পুলিশের পক্ষ থেকে আত্মহত্যার গল্প ছড়ানো হচ্ছে। তা শুনে তাদের বাড়ির লোকজন বলেন আত্মহত্যাই যদি করতে যাবে তবে তাদের হাত পেছন দিকে বাঁধা কেন ? সমাজবাদী পার্টির বিধান পরিষদের সদস্য সুনীল সিং সাজন বলেছেন, পুলিশ এখন তদন্ত ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছে। দিনের পর দিন যেভাবে এমন ঘটনা বেড়ে চলেছে তাতে স্পষ্ট যে যোগী আদিত্যনাথের জমানায় আমাদের সন্তানরা নিরাপদ নয়।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে দেশে তপশিলি জাতি ও উপজাতি শ্রেণির মানুষের উপর অপরাধের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রতি রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জি কিষান রেড্ডি একথা জানান। তার ফলে 'ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো'-র রিপোর্টে প্রকাশিত তথ্যকেই মান্যতা দিয়েছে কেন্দ্র। রিপোর্টে প্রকাশ, ২০১৯ সালে তপশিলি জাতি শ্রেণিভুক্তদের উপর অপরাধের ঘটনা বেড়েছে ৭.৩ শতাংশ। একই সময়ে তপশিলি উপজাতিভুক্তদের ক্ষেত্রে সেই হার ২৬.৫ শতাংশ। যদিও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জি কিষান রেড্ডি বলেন,

• দ্বিতীয় পাতায় দেখুন

নিন্দা তপশিলি সমন্বয়ের

আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : উত্তরপ্রদেশে দলিতদের উপর নৃশংস আক্রমণ বেড়ে চলায় গভীর উদ্বেগ জানাল ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতি। সম্প্রতি উন্নাও জেলায় ২ দলিত নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী। দাবি করা হয়েছে দোষীদের কঠোর শাস্তি এবং মৃতদের পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দানের। সংগঠনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ৩ দলিত নাবালিকা জমিতে কাজ করতে

• দ্বিতীয় পাতায় দেখুন

পুলিশ কনস্টেবলসহ দু'জনের পুলিশ হাজত

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : নেশা কারবারের সাথে যুক্ত অভিযোগে অবশেষে গ্রেপ্তার করা হল রাজ্য পুলিশের হেড কনস্টেবল গায়ত্রি দাসকে। টানা জিজ্ঞাসাবাদের পর বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত ঐ মহিলা পুলিশের সাথে প্রশান্ত চক্রবর্তী নামে এক কুখ্যাত গাঁজা কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সম্প্রতি সিধাই থানা এলাকার কুখ্যাত ঐ গাঁজা কারবারির সাথে মহিলা কনস্টেবলের গাঁজা পাচার নিয়ে ফোনে কথোপকথন সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। এনিয়ে সংবাদ মাধ্যমগুলিতে খবর হয়েছে। হীরাযুগে নেশা কারবারি ও সমাজদ্রোহীদের সাথে পুলিশের একটা অংশের যোগসাজসের খবর বেরিয়ে পড়তেই তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় রাজ্যজুড়ে। চাপে পড়ে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ গায়ত্রি দাসকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করেন। এরপরই পালিয়ে যায় পূর্ব আগরতলা মহিলা থানায় কর্মরত অভিযুক্ত ঐ হেড কনস্টেবল। বুধবার তাকে বণিক্য চৌমুহনির এক বাড়ি থেকে আটক করে ক্রাইম ব্রাঞ্চ। আটক করা হয় অভিযুক্ত প্রশান্ত চক্রবর্তীকেও। দু'জনকে টানা

• দ্বিতীয় পাতায় দেখুন

চক্ষু প্রতিস্থাপনে ইচ্ছুকদের প্রতি আই ব্যাংকের আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : আগরতলা আই ব্যাংকে (আই জি এম হাসপাতাল) দুটি চোখ (কর্নিয়া) জমা পড়েছে। যারা চক্ষু প্রতিস্থাপনে ইচ্ছুক তাদেরকে অবিলম্বে যোগাযোগ করতে আই ব্যাংকের ম্যানেজার অনুরোধ জানিয়েছেন।

রঞ্জন গগৈর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার মামলা খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি : সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার স্বতঃপ্রণোদিত মামলা খারিজ করল সুপ্রিমকোর্ট। বৃহস্পতিবার মামলার শুনানির প্রথম দিনেই বিচারপতি এ এস বোপান্না, বিচারপতি সঞ্জয় কিশান কাউল এবং বিচারপতি এ কে পট্টনায়েকের ডিভিশন বেঞ্চ তথ্য প্রমাণ খতিয়ে দেখে মামলাটি খারিজ করে দেয়।

প্রধান বিচারপতির পদ থেকে অবসর নেওয়ার পর বি জে পি-র মনোনীত রাজ্য সভার সাংসদ হয়েছেন রঞ্জন গগৈ। এই গগৈ বিচারপতি থাকাকালীন তার বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠে। ২০১৯ সালের ১৯ এপ্রিল এই অভিযোগ উঠে। অভিযোগ ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে জুনিয়র হিসেবে কাজ করার সময় এক মহিলা আইনজীবীকে যৌন নির্যাতন করেন তিনি। একটি সংবাদ মাধ্যমে এই খবর প্রকাশিত হয়। তারপরই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যৌন হেনস্তার মামলার শুনানি শুরু করেন গগৈ, বিচারপতি অরুণ মিশ্র এবং সঞ্জীব খান্নার ডিভিশন বেঞ্চ। কিন্তু অভিযুক্ত গগৈ নিজেই নিজের বিরুদ্ধে উঠা অভিযোগের শুনানি কীভাবে করতে পারেন তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়।

বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র চলছে বলে সে সময় আদালতে হলফনামা জমা দেন এক আইনজীবী। এ নিয়ে একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করার অনুরোধ জানান সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা। তারপর বিচারপতি অরুণ মিশ্রের নেতৃত্বাধীন তিনসদস্যের বেঞ্চে মামলাটি উঠে। অভিযোগ খতিয়ে দেখতে বিচারপতি এ কে পট্টনায়েককে দায়িত্ব দেয় আদালত। ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে তদন্ত রিপোর্ট জমা পড়ে আদালতে। তারপর এতদিন কোনও শুনানি হয়নি। প্রায় ১ বছর ৯ মাস পর বৃহস্পতিবার আদালতে মামলার শুনানি শুরু হয়। প্রথম দিনেই তথ্য প্রমাণ খতিয়ে দেখে তিন সদস্যর ডিভিশন বেঞ্চ মামলাটি খারিজ করে দেয়।

বধূর মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : আরও একজন বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। বি জে পি জোট রাজত্বে এ ধরনের মৃত্যু বেড়েই চলছে। বৃহস্পতিবার ফটিকরায় থানার কালীবাড়িটিলায় সরস্বতী ছেত্রী (২৭) নামে ঐ বধূর ঝুলন্ত দেহ পাওয়া গেছে।

জানা যায়, কালীবাড়িটিলায় স্বামী মিন্টু চন্দর সাথে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন সরস্বতী ছেত্রী। বধূর বাবার বাড়ি শিলং। বৃহস্পতিবার ভাড়া ঘরে সরস্বতীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এ ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা দায়ের হয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

রকেট গতিতে বাড়ছে ওষুধের দাম, বিপন্ন সাধারণ মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : পরিবারে কোন সদস্য অসুস্থ হলেই আঁতকে উঠছেন সাধারণ মানুষ। সমস্যা চিকিৎসক দেখানো নিয়ে নয়। যত ভাবনা চিকিৎসাপত্র নিয়ে। রকেট গতিকে হার মানিয়ে বেড়ে চলছে ওষুধের দাম। বহু পরিবারে উপেক্ষিত হচ্ছে চিকিৎসকদের পরামর্শ। ওষুধের তালিকায় কাটছাঁট করে চিকিৎসা চলছে বাধ্যর্কজনিত ও দীর্ঘ সময় ধরে রোগাক্রান্ত সদস্যদের।

কোভিড পরিস্থিতিতে ওষুধ মহার্ঘ হয়ে উঠেছিল সাধারণ মানুষের কাছে। কোভিডে আক্রান্ত হয়ে পড়ার ভয় মানুষকে চেপে ধরেছিল। হ্যান্ড ওয়াশ, স্যানিটাইজার প্রভৃতি সামগ্রীর দামেও কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না ঐ সময়ে। বাজারে মিলছে, তাই যথেষ্ট। এমনই ছিল মানুষের অনুভব। বর্তমানে অতিমারীর দাপট বেশ কিছুটা স্তিমিত হয়ে এলেও দাম কমেনি ওষুধের। উলটো সময় যত এগোচ্ছে,ততই বেড়ে চলেছে দাম। যা রীতিমত অসহায় করে দিয়েছে সাধারণ মানুষকে। মাস খরচের বাজেটে টান ধরছে। যে সমস্ত পরিবারে বার্ধক্যজনিত রোগে ভোগা বাবা-মা কিংবা দীর্ঘ সময় ধরে জটিল কোন রোগে আক্রান্ত সদস্য রয়েছেন, তাদের অবস্থা খুবই করুণ। গত ১ বছরে গড়ে ১৫-২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় সমস্ত রোগের ওষুধের দাম।

কেন সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে পরিস্থিতি ? কয়েকজন ওষুধ ব্যবসায়ীর উক্তি— এখন তো দাম দিয়ে হলেও কেনা যাচ্ছে। আগামী দিনগুলিতে বহু ওষুধ বাজারে নাও মিলতে পারে। পরিস্থিতি খুবই জটিল হয়ে উঠছে। দেশের বিখ্যাত বিখ্যাত সমস্ত ওষুধ প্রস্তুতকারী কোম্পানি কাঁচামালের সংকটে ভুগছে। ক্যাডিলা, রেনবেক্সি, জি এস কে, টরেন্ট, এবর্ট, পিরামল, লুপিন, ম্যানকাইন্ড, বায়োকম, সিপলা। কোম্পানির নাম বলে শেষ করা যাবে না। প্রত্যেকটি কোম্পানির ওষুধের দাম বেড়ে চলছে। দেশে কমকরেও ২০-২১ হাজার ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি ছিল। ইতোমধ্যে বহু কোম্পানি বন্ধও হয়ে গেছে। বাজারে এখনই বহু ওষুধের জন্য অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে অগ্রিম টাকা দিয়ে। ভবিষ্যতে কী হবে,তা বলা সম্ভব নয়। তবে অনুমান করা যায় বিপদ সংকেত। একই চিত্র পশুপাখির ওষুধের ক্ষেত্রেও। ঐ ক্ষেত্রের বহু ওষুধ মাসের পর মাস পেরিয়েও সংগ্রহ করা যাচ্ছে না।

রক্তচাপ, মধুমেহ, হার্ট, কোলেস্ট্রল, গ্যাস্ট্রিক, লিভার,কিডনি,শ্বাসকষ্টসহ মারাত্মক সমস্ত রোগের চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় ওষুধের দাম তুলনায় সবচেয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বলতে গেলে ধনী-গরিব প্রায় প্রতিটি পরিবারেই এ সমস্ত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি রয়েছেন। রাতের ঘুম উবে গেছে গরিব, নিম্ন আয়ের পরিবারের কর্তাদের। ওষুধের প্রয়োজন মেটাতে সংসার খরচের তালিকায় কাচি চালাতে হচ্ছে স্বল্প বেতনের চাকরিজীবীদের। অব্যক্ত যন্ত্রণার কিছুটা ভাগ করলেন কামান চৌমুহনির সুপরিচিত একটি দোকানে ওষুধ কিনতে আসা দেবল চক্রবর্তী। বিগত ৪ বছর ধরে শয্যাশায়ী বাবা। মাসে সাড়ে ৪ হাজার টাকার ওষুধ বাঁধা। বেলাগাম মূল্যবৃদ্ধির যাঁতায় মাসে মাসে খরচ বাড়ছে। কিন্তু বাবাকে বাঁচিয়ে রাখতে ওষুধ কমানো যাবে না। এদিকে সংসারের অন্য দশটা খরচও বেড়ে চলছে। মাসের ৪-৫ তারিখের মধ্যে বাড়িভাড়ার টাকাও ধরাতে হয় মালিকের হাতে। মাসিক বেতনে সবকিছু সামলানো যাচ্ছে না আর। বলছিলেন,

• দ্বিতীয় পাতায় দেখুন